যৌন হয়রানীমুক্ত শিক্ষা ও কর্মপরিবেশ এর জন্য নীতিমালা

১৪ মে ২০০৯ মহামান্য হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ও মহামান্য বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দীকি সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ একটি দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রদান করেন।

এ নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলোঃ

ক) যৌন হয়রানী সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা;

খ) যৌন হয়রানী কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা;

গ) যৌন হয়রানী শাস্তিযোগ্য

উক্ত নীতিমালা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী (যেখানে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা সম্পর্কে বলা হয়েছে) কার্যকর হবে।

মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন না হবে ততদিন পর্যন্ত সকল সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণ এবং পালন করতে হবে।

এ নীতিমালার ৩ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগদাতাগণকে যে সকল কর্তব্য পালন করতে হবে:

- যৌন হয়রানীমূলক সকল প্রকার ঘটনাকে প্রতিরোধ করতে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ প্রয়োজনে তার প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত যৌন নির্যাতনের বিরম্নদ্ধে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

নীতিমালা অনুযায়ি যৌন হয়রানীর সংজ্ঞা

ক) অনাকাঙ্খিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমনঃ শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা;

খ) প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা ;

গ) যৌন হয়রানী বা নিপীড়নমূলক উক্তি ;

ঘ) যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন;

ঙ) পর্ণোগ্রাফী দেখানো;

চ) যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গী

ছ) অশালীন ভঙ্গী, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা, কাউকে অনুসরণ করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোন ব্যক্তির অলক্ষ্যে তার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা;

জ) চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার -টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরী, শ্রেণীকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোন কিছু লেখা;

ঝ) ব্ল্যাকমেইল অথবা চরিত্র লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা ;

ঞ) যৌন হয়রানীর কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হওয়া ;

ট) প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখান হয়ে হুমকী দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা;

ঠ) ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনে চেষ্টা করা;

- ক-ঠ ধারায় উল্লিখিত আচরণসমূহ নারীর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য হুমকি স্বরূপ এবং অপমানজনক। কোন নারী যদি এ ধরনের আচরনের শিকার হন এবং যদি তিনি মনে করেন যে, এই বিষয়ে প্রতিবাদ করলে তার কর্মক্ষেত্র বা যেখানে তিনি আছেন সেখানকার পরিবেশ তার উন্নয়নের জন্য বাধা বা প্রতিকূল হতে পারে তাহলে উক্ত আচরণসমূহ নারীর প্রতি [illegible] বলে বিবেচিত হবে।

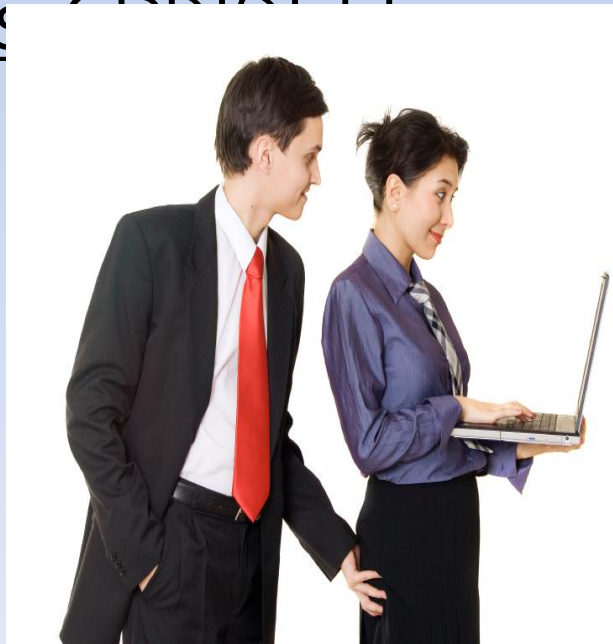

এন্টি হ্যারাসমেন্ট কমিটি

ক) অভিযোগ গ্রহণের জন্য, তদন্ত পরিচালনার জন্য এবং সুপারিশ করার জন্য সরকারী বেসরকারী সকল কর্মক্ষেত্রে এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযোগ গ্রহণের জন্য কমিটি গঠন করবে।

খ) কমপক্ষে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে যার বেশীর ভাগ সদস্য হবেন নারী। সম্ভব হলে কমিটির প্রধান হবেন নারী ।

গ) কমিটির দুইজন সদস্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে হবে, যে প্রতিষ্ঠান জেন্ডার এবং যৌন নির্যাতনের বিরম্নদ্ধে কাজ করে।

ঘ) অভিযোগ কমিটি সরকারের কাছে এ নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বাৎসরিক অভিযোগ প্রতিবেদন পেশ করবে।

- শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায়, শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত, শ্রমিকদের নেতৃত্বে পরিচালিত কমিটি হলো এন্টি হ্যারাসমেন্ট কমিটি । একটি আদর্শ এন্টি হ্যারাসমেন্ট কমিটি'র -
  - ৬০% সদস্য নারী শ্রমিক হতে হবে
  - সংগঠনের প্রধান (সভাপতি) হবেন একজন নারী
  - বাইরে থেকে একজন স্বাধীন সদস্য থাকবেন
  - সদস্যরা শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত অথবা মনোনীত হবেন
  - ফ্যাক্টরির আকারের উপর সদস্য সংখ্যা নির্ভর করবে (৬-৩০ জন সদস্য)

এন্টি হ্যারাসমেন্ট কমিটি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- হয়রানি ও নির্যতন বিষয়ে শ্রমিক ও ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা
- শ্রমিকদের মধ্যে মমত্ববোধ ও আগ্রহ গড়ে তোলা
- যেকোন ধরনের হয়রানি ও নির্যতনের বিরুদ্ধে কাজ করা
- ফ্যাক্টরিতে ঘটা হয়রানি ও নির্যতন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা
- ম্যানেজমেন্ট ও শ্রমিক উভয় পক্ষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন
- জরুরি সমস্যার উদ্ভব না হলে এই কমিটি প্রতি ২ মাস পর পর মিটিং করবে
- ম্যানেজমেন্ট ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করা
- কমিটি সমস্যা চিহ্নিত করে তা ম্যানেজারকে অবহিত করবে
- কমিটির সদস্যরা ম্যানেজারদের সাথে বসে সমস্যার সমাধান করবে

এন্টি হ্যারাসমেন্ট কমিটি'র কাজ

- প্রতি ২ মাস পরপর মিটিং করা । জরুরি প্রয়োজনে অতি অল্প সময়েই মিটিং করা
- দ্বিমাসিক মিটিং এর অন্তত ১৫দিন আগে নোটিশ প্রদান করা
- শ্রমিকের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট, তথ্য সমৃদ্ধ অভিযোগ গ্রহণ করা
- ম্যানেজমেন্টের সাথে মিটিং এ সকল ধরনের সমস্যা, অভিযোগ তুলে ধরা
- বিলম্ব না করে প্রতিটি সমস্যার দ্রুত সমাধান করা

- সমস্যা সমাধানের পর তা আপডেট করা
- সমস্যা সমাধানের পর তা ফলো আপ করা
- মিটিং এ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর পরই তা ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক অনুমোদন ও ঘোষণা করিয়ে নিতে হবে ।
- আইনবিরোধী কাজে কেউ জড়িত থাকলে তাঁর শাস্তি নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখা
- প্রাপ্ত অভিযোগ ও সেগুলোর সমাধান ও অগ্রগতি বিষয়ে নিয়মিত হালনাগাদ করা

অভিযোগ নিস্পত্তি প্রক্রিয়া

সাধারণভাবে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগ কমিটির কাছে অভিযোগ পেশ করতে হবে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য কমিটি যা করবে তা হলো:

ক. লঘু হয়রানির ক্ষেত্রে যদি সম্ভব হয়, অভিযোগ কমিটি সংশিস্নষ্ট উভয় পক্ষের সম্মতি নিয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিবে এবং এ বিষয়ে সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

খ. অন্য সকল ক্ষেত্রে অভিযোগ কমিটি বিষয়টি তদন্ত করবে।

গ. অভিযোগ কমিটি ডাকের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রিকৃত নোটিশ উভয় পক্ষকে এবং সাক্ষীদের প্রেরণ করা, শুনানি ... ল সংশিস্ন

সতর্কতা

এ ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে মৌখিক প্রমাণ ছাড়াও পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে।

এ অভিযোগ কমিটির কার্যক্রম নিশ্চিত করতে সরকারী এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান্ এবং কর্মক্ষেত্রের সংশিস্নষ্ট অফিস সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে।

অভিযোগ কমিটি অভিযোগকারীদের পরিচয় গোপন রাখবে। অভিযোগকারীর সাক্ষ্য গ্রহণের সময় এমন কোন প্রশ্ন বা আচরণ করা যাবে না যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অপমানজনক এবং হয়রানিমূলক হয়।

সাক্ষ্যগ্রহণের সময় যথাসম্ভব **গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে।** অভিযোগকারী যদি অভিযোগ তুলে নিতে চায় বা তদন্ত বন্ধের দাবি জানায় তাহলে এর কারণ তদন্ত করে প্রতিবেদনে উলেস্নখ করতে হবে। **অভিযোগ কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে তাদের সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন** শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্ম

- **<u>প্রয়োজনে এ সময়সীমা ৩০ কার্যদিবস থেকে ৬০ কার্যদিবসে বাড়ানো যাবে। যদি</u>** এটা প্রমাণিত হয় যে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে তাহলে সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হবে। অভিযোগ কমিটির বেশিরভাগ

শাস্তিঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যাক্তিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারেন এবং ছাত্রদের ক্ষেত্রে, অভিযোগ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তাদেরকে শ্রেনীকক্ষে আসা থেকে বিরত রাখতে পারেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে এবং সকল সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রের শৃঙখলা বিধি অনুসারে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এবং যদি উক্ত অভিযোগ দন্ডবিধির যেকোন ধারা অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় তাহলে প্রয়োজনীয় ফৌজদারী আইনের আশ্রয় নিতে হবে যা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট

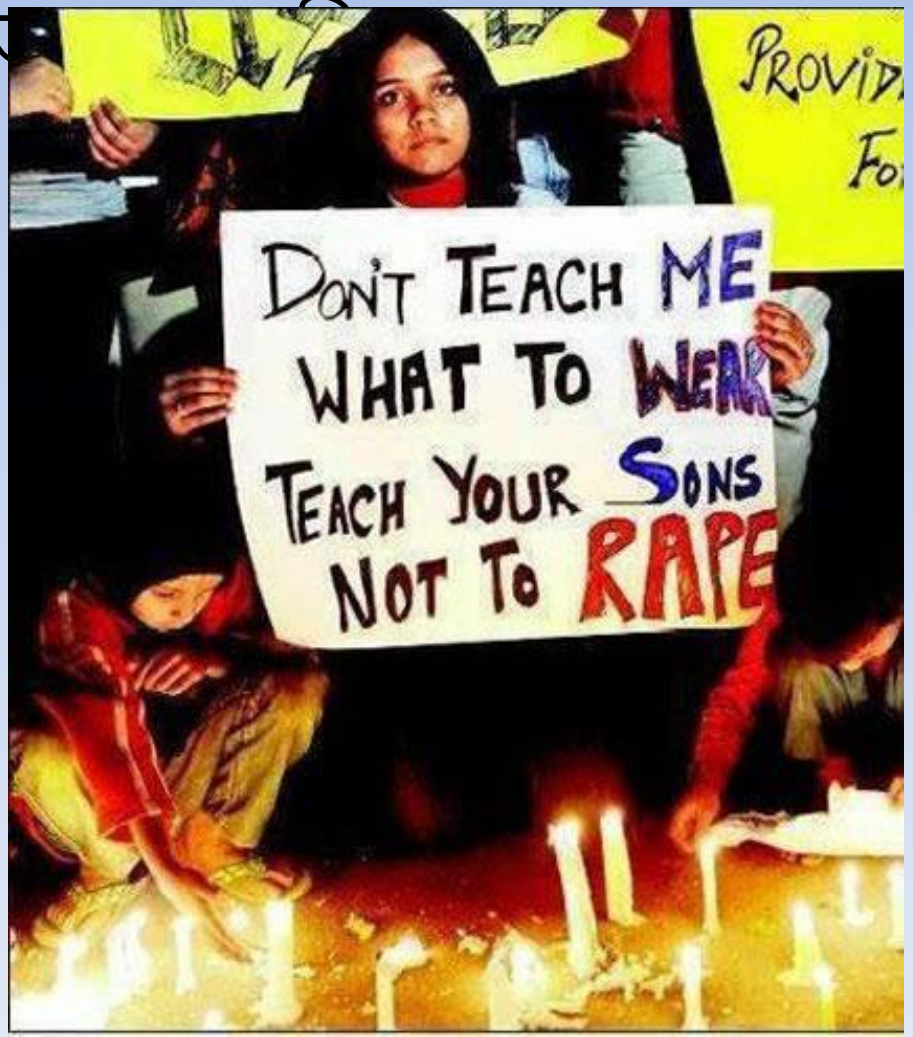

এন্টি হ্যারাসমেন্ট কমিটির সদস্যদের গুণাবলী

- মনোযোগী শ্রোতা
- ধৈর্য্যশীল
- দৃঢ় ব্যক্তিত্ব
- ভাল যোগাযোগ ক্ষমতা সম্পন্ন
- বন্ধু সুলভ এবং খোলা মনের
- আত্ম বিশ্বাসী
- বিশ্বাস যোগ্যতা